ফাহমিদা নবী
গানে উজ্জ্বল উত্তরাধিকার

ফাহমিদা নবীর সঙ্গে পরিচয় নেই এমন লোক এদেশে কমই আছেন। দুর্দান্ত কণ্ঠশৈলীর গুণে তিনি জিতে নিয়েছেন লাখো দর্শকের মন ও হৃদয়। প্রথিতযশা কণ্ঠশিল্পী ফাহমিদা নবীর ধমনিতে বইছে শিল্প-সংস্কৃতির রক্তস্রোত। তিনি একাধারে গান লেখেন, সুর করেন ও কণ্ঠ দেন। গল্প লেখায়ও তিনি সমান পারদর্শী। লুকোচুরি লুকোচুরি গল্প গানের জন্য সম্প্রতি মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। ইদানীং ব্যস্ত রয়েছেন ক্লোজআপ ওয়ানের বিচারকার্যে। লুকোচুরি লুকোচুরি ফাহমিদা নবীকে নতুন করে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছে। সেই আলোকিত এক গুণী শিল্পী ফাহমিদা নবী এবার মুখোমুখি হয়েছেন অন্যদিন-এর। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মোস্তাক আহমেদ**।

সঙ্গীতের সঙ্গে আপনার যে সখ্য, সেটা সম্পূর্ণ নিজের ভেতরকার তাড়না থেকে, নাকি বেড়ে উঠার পরিবেশ আপনাকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে এ ক্ষেত্রটায়?

আমাদের পরিবারটি ছিল ভীষণ সংস্কৃতিমনা। বাবা প্রয়াত মাহমুদুন্নবী সঙ্গীতশিল্পী হওয়াতে অনেক বড় বড় ওস্তাদ আসতেন আমাদের বাড়িতে। তাঁদের আগমনকে কেন্দ্র করে বাড়িতে জমে উঠত গানের আসর। পরিবেশ আমাকে যেমন এগিয়ে নিয়ে গেছে এই ক্ষেত্রে, তেমনি আমার নিজের ভেতরও তাড়না ছিল শিল্পী হওয়ার।

সঙ্গীতে প্রথম হাতেখড়ি কার কাছে?

ছোটবেলায় বাবার পাশে বসে গান শুনতাম। বাবার কাছেই সঙ্গীতে প্রথম আমার হাতেখড়ি। তারপর ওস্তাদ আমান উল্লাহ খান, ওস্তাদ জাকির হোসেন-এর কাছেও দীর্ঘদিন তালিম নিয়েছি। এছাড়া বাবার প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সঙ্গীত নিকেতনেও গান শিখেছি। পড়াশুনার বাইরে অবসর সময়টুকু কাটত গানের মধ্যে। বিশেষ করে লতা মুঙ্গেশকর ও আশা ভোঁসলের গান ছিল মুখস্থ। আসলে বাবা সঙ্গীতশিল্পী হওয়াতে বাসায় সব সময় একটা অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করত। যার প্রভাব হয়তো আমাদের উপর পড়েছে।

বাংলাদেশ টেলিভিশনে যাত্রা শুরু হয় কত সালে?

১৯৭৭ সালে ছোটদের একটি অনুষ্ঠান দিয়েই আমার বাংলাদেশ টেলিভিশনে যাত্রা শুরু হয়। যতদূর মনে পড়ে অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'আয় খুকু আয়'। এছাড়া সেই সময় বিটিভিতে বাবার একটি অনুষ্ঠান হতো 'মালঞ্চ' শিরোনামে। সেই অনুষ্ঠানে গান গেয়েছি আমি। বড়দের অনুষ্ঠানে প্রথমে গান গাই ১৯৭৮ সালে। অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'চতুরঙ্গ'। বাংলাদেশ বেতারে তালিকাভুক্ত হই ১৯৭৭ সালে।

ছোটবেলা থেকেই কি স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে বাবার মতো শিল্পী হবেন?

ইচ্ছে তো ছিলই। বাবার মতো শিল্পী হব, গান গাইব। মনে পড়ে 'উত্তরাধিকার' নামে তখন একটি অনুষ্ঠান হতো বাংলাদেশ টেলিভিশনে। ঐ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে বাবা-মার সঙ্গে আমরা ভাইবোনেরা সবাই গিয়েছিলাম। অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় আবু হেনা মোস্তফা কামাল আমাদের প্রশ্ন করেছিলেন, বড় হয়ে কী হবে? সামিনা বলেছিল ডাক্তার হব আর আমি বলেছিলাম কণ্ঠশিল্পী হব। শিক্ষক হওয়ারও স্বপ্ন ছিল। পরে অবশ্য কয়েক বছর শিক্ষকতাও করেছি।

ক্লোজআপ ওয়ান-এর তিন প্রধান বিচারকের একজন আপনি। ক্লোজআপ ওয়ানের সবচেয়ে সফল দিক কোনটি বলে মনে হয়?

পেছন ফিরে তাকালে দেখা যাবে, একসময় আমরা বাংলা গান শোনা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন তার পরিবর্তন ঘটেছে, সবাই বাংলা গান শুনছে। পুরনো বাংলা গানগুলোর সঙ্গে নতুন প্রজন্মের পরিচয় হচ্ছে এবং অবাক হওয়ার বিষয় যে তারা খুব ভালোভাবেই গ্রহণ করছে। যেমন 'আজ আবার সেই পথে দেখা হয়ে গেল'— এ গানটি সত্তর দশকে মান্না দে গেয়েছিল। কিন্তু এখন একটি জিঙ্গেলের কারণে গানটি সবার মুখে মুখে।

কিন্তু এর সাথে ক্লোজআপ ওয়ানের সফলতার সম্পর্ক কোথায়?

প্রকৃতপক্ষে, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, সেটা হলো মানুষ এখন বাংলা গান শুনছে এবং বাংলা গান নিয়ে ভাবছে। অবশ্যই এর পুরো কৃতিত্ব ক্লোজআপ ওয়ানের।

ক্লোজআপ ওয়ান কি পারছে নতুন শিল্পীদের প্লাটফর্ম তৈরি করে দিতে?

অবশ্যই। নোলক থেকে সালমা এদের সবার গান মানুষের মুখে মুখে। এরা সবাই এখন পরিচিত শিল্পী।

এই যে অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে গাড়ি বাড়ি অর্থ বিত্তসহ একজন শিল্পীর স্বীকৃতি পাচ্ছে, এতে কি স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে কোনো ব্যাঘাত ঘটছে?

মনে হয় না। আমরা তাদের প্রতিভার জায়গাটিকে উৎসাহিত করছি। রাজধানীর বাইরে থেকে এসে কেউ গান করতে চাইলে প্লাটফর্ম খুঁজে পায় না। আমরা সেই প্লাটফর্ম তৈরি করে দিচ্ছি। যারা সত্যিকার প্রতিভার অধিকারী তারা কিন্তু থেমে যাচ্ছে না।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে লক্ষ করা যাচ্ছে সঙ্গীতাঙ্গনে এইসব নতুন শিল্পীর স্থায়ীত্বকাল ছয় থেকে আট মাস এর কারণ কী ?

সঙ্গীত সাধনার, সঙ্গীত চর্চার, সঙ্গীত ধ্যানের ও সঙ্গীত গুরুমুখী বিদ্যা। যারা সাধনা করে না, চর্চা করে না তারা অল্প সময়েই হারিয়ে যাচ্ছে শ্রোতারাও কিছুদিন পর ভুলে যাচ্ছে। কারণ তারা গান করে শখের বশে।

এবারের ক্লোজআপ ওয়ানের বিচারকার্য সম্পর্কে কিছু বলুন।

এবারে আমরা বাছাই করছি অনেক কঠিনভাবে। কোনোরকম ছাড় দেয়া হচ্ছে না। যারা সঙ্গীতচর্চা করে নিয়মিত। তাদেরই খুঁজে বের করার এই প্রয়াস। আবার যাদের কণ্ঠ ভালো, তাদেরকেও আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি। কারণ কণ্ঠটা খোদা প্রদত্ত। যেটা সবাই পায় না।

কিছুদিন আগে পুরস্কারের ব্যাপারটা আলোচনায় এসেছিল। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কী ?

ধরো আমি তোমাকে ১০ লাখ টাকা দিলাম। তুমি ঐ টাকা কীভাবে খরচ করবে সেটা তোমার ব্যাপার। তোমার মনমানসিকতা যদি ভালো হয়, তাহলে অবশ্যই টাকাটা তুমি ভালো পথে খরচ করবে। আর তা না হলে বাজে পথে খরচ করবে। অহঙ্কারী হয়ে যাবে, নিজেকে তারকা ভাবতে শুরু করবে। যেসব দর্শক-শ্রোতারা তোমাকে এসএমএস করে জয়ী করেছে তাদের কাছে দায়বদ্ধতার কথা ভুলে যাবে।

আপনি তাহলে ইউনিলিভার যা করছে তার পক্ষে ?

এখানে পক্ষে-বিপক্ষে কথা আসছে কেন ? আমি বলতে চাচ্ছি, তোমার টাকা তুমি কীভাবে খরচ করবে সেটা তোমার ব্যাপার। তাছাড়া এটা একটা আন্তর্জাতিক প্রতিভা অন্বেষণ অনুষ্ঠান। পৃথিবীর অনেক দেশেই হচ্ছে। তুমি ওইসব দেশের পুরস্কারের অংকটা দেখো।

তিন প্রধান বিচারকের মধ্যে আপনি একজন, কেমন লাগছে এই মুহূর্তে ভাবতে ?

আমি অনেক সম্মানিত। সবার কাছে দোয়া চাই আমি যেন সঠিকভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে পারি।

এখন অনেক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে প্রতিভাবান কণ্ঠশিল্পী খুঁজে বের করার জন্য কিন্তু তরুণ গীতিকার, সুরকার খুঁজে বের করার ব্যাপারটি যেন পর্দার আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। আপনি কী মনে করেন ?

হ্যাঁ এটা ঠিক, প্রতিভাবান গীতিকার। সুরকার খোঁজার ব্যাপারেও আমাদের এগিয়ে আসা উচিত। প্রবীণ শিল্পী, সঙ্গীত পরিচালকরাই পারেন নতুন গীতিকারদের প্রমোট করতে। আমার প্রতিটি অ্যালবামে তরুণ গীতিকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি।

সাম্প্রতিক সময়ে ক্লোজআপ ওয়ানের বাইরে কী নিয়ে ব্যস্ত আছেন ?

বাপ্পা ও আমার ডুয়েট অ্যালবাম ‘এক মুঠো গান ২’-এর কাজ চলছে। কয়েকটি গান-এর ট্র্যাক তৈরি হয়ে গেছে। গত অ্যালবামের মতো এবারের গানগুলোও রোমান্টিক হবে। তবে কথা ও সুরে কিছুটা বৈচিত্র্য থাকবে। আমার বিশ্বাস শ্রোতাদের ভালো লাগবে। এছাড়া ড. সেলিম আল দীন স্যারের লেখা ও সুর করা গানগুলো নিয়ে আমার একটি সলো অ্যালবাম করার ইচ্ছা আছে। গানগুলো আমি কণ্ঠে তুলেছি। অনেক ভিন্ন ধরনের। তাই সময় নিয়ে এগোচ্ছি। গত ৩ আগস্ট বন্ধু দিবসে সাউন্ডটেকের ব্যানারে আমার একটি নতুন অ্যালবাম বাজারে এসেছে ‘তুমি কি সেই তুমি’ শিরোনামে।

আপনার একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের অ্যালবাম করেছেন। আধুনিক বাংলা গান থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত হঠাৎ করে ট্র্যাক পরিবর্তন করলেন কেন ?

গানের ধরন পরিবর্তন করেছি বললে ভুল হবে। কারণ আমি এখনো আধুনিক গান গাই। রবীন্দ্রসঙ্গীত অ্যালবাম ‘আমার বেলা যে যায়’ করেছি শখের বশে। আবার ঠিক শখ না, আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্নও পূরণ হয়েছে এই অ্যালবামের মধ্য দিয়ে।

‘লুকোচুরি’ নিয়ে কিছু বলুন।

২০০৫ সালে এনামুল করিম নির্ঝর একদিন ফোন করে এই গানটির কথা আমাকে বলেন। তারপর আর কোনো খবর নাই। প্রায় ছয় মাস পরে আবার যোগাযোগ করেন। গানটির কথা, সুর সবকিছু মিলেই চমৎকার। গানটি কণ্ঠে তোলার সময় অনেক স্বাধীনতা পেয়েছি। স্বাধীনতা পেলে কাজ অনেক ভালোভাবে করা যায়। ‘লুকোচুরি’ সব শ্রেণীর মানুষ গ্রহণ করেছে এটা ভাবতে ভালো লাগে।

আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী ?

আমার মনে একটি স্বপ্ন আছে। একটি স্কুল গড়ে তুলব। প্রতিষ্ঠানের নাম হবে ‘মাহমুদুন্নবী শিক্ষা নিকেতন’। যে স্কুল থেকে ভালো শিল্পী বের হবে। এ ব্যাপারে কিছু উদ্যোগও নিয়েছি। আমার এই স্বপ্ন বা সাধ পূরণ হবে কি না জানি না। ■